ইইডি বুলেটিন

একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

১ম সংখ্যা

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার
প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

কৃতজ্ঞতায়

জনাব সমীর কুমার রজক দাস
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।
জনাব এস.এম. সাফিন হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

সম্পাদনায়

জনাব মোঃ খালিদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

অলঙ্করণ ও মুদ্রণ

স্রোত এ্যাডভার্টাইজিং, ঢাকা।
srout.ac@gmail.com
7192316-7, 01819251898

আলোকচিত্র

আইসিটি শাখা,
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

প্রকাশকাল

মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।

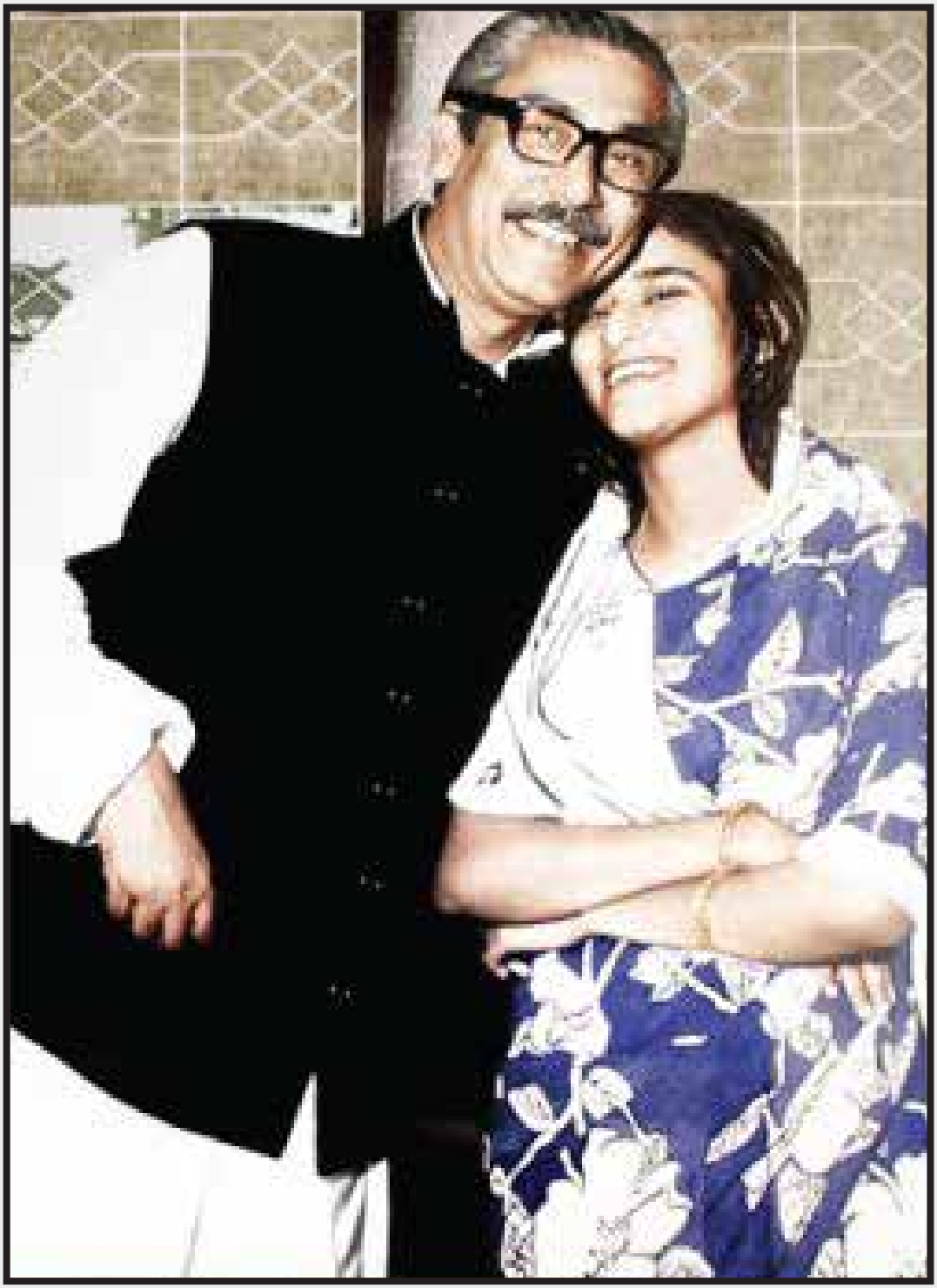

যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরি যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে

ইইডি বুলেটিন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা যেটি মূলত শিক্ষা ও পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও মেরামত কাজ শক্তিশালীকরণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্য অর্জন ইত্যাদি কার্যক্রমকে প্রতিফলিত করবে। স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্বাসন এবং বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে একটি প্রকৌশল ইউনিট গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহের অবকাঠামো পুনর্বাসন ও সংস্কারের কাজ শুরু করেন। এরই ক্রম ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের উপযোগী আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইইডি বুলেটিনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ এবং পরিচালন বাজেটের আওতায় কর্মসূচি সমূহের বাস্তবায়ন বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে। পাশাপাশি সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহ, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা সমূহ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেলটা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কিভাবে অবদান রাখছে সেটিও প্রচার করে যাবে ইইডি বুলেটিন। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সকল শ্রেণীর প্রকৌশলী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও অবদানের ফলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো খাত সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে। ইইডি বুলেটিন তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টা ও অবদানের কথা প্রচার করবে যাতে করে তারা সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আরো উৎসাহী ও মনোযোগী হয়ে উঠতে পারে।

সর্বোপরি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম ও সেবা প্রদানের প্রচারণা করবে ইইডি বুলেটিন। আমাদের এ প্রকাশনায় কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি। পরিশেষে, এই বুলেটিন প্রকাশনায় যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তথ্য সরবরাহ করে এবং সংশ্লিষ্ট থেকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ইইডি'র ভবন উদ্বোধন

চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ডে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায়
মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ

যেকোনো জাতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের মেরুদণ্ড হলো সে জাতির শিক্ষাব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ সরকার এ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সম্প্রতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ জেলায় বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধনের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন।

এই নতুন স্কুল ভবনগুলোর মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য এই এলাকার শিশুদের, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ দেশের শিক্ষা খাতের উন্নয়নে তাঁর অটল অঙ্গীকারের প্রমাণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গত ৪ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলা সফর করেন। সফরকালে তিনি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নবনির্মিত ঐতিহাসিক ছয় দফা মঞ্চ (লালদীঘি ময়দান) ও ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবনসমূহের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৭ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলা এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে কোটালীপাড়া উপজেলা সফর করেন। এ সময়ে তিনি টুঙ্গিপাড়া শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নবনির্মিত ৩টি একাডেমিক ভবন এবং কোটালীপাড়ায় একটি ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস, ২টি একাডেমিক ভবন উদ্বোধন করেন।

চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে নির্মিত ৬ দফা মঞ্চ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৯ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে রাজশাহী জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নবনির্মিত ৩টি ভবন উদ্বোধন করেন এবং সর্বশেষ ১১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ময়মনসিংহ জেলা সফর করেন এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নবনির্মিত ২১টি ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন।

শেখ হাসিনা আদর্শ মহাবিদ্যালয় কোটালীপাড়া এর ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস।

নতুন স্কুল ভবনগুলো আধুনিক ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি এবং খেলার মাঠসহ অত্যাধুনিক সুবিধা দিয়ে সজ্জিত। এই সুবিধাগুলো শিক্ষার্থীদের একটি আরামদায়ক এবং সুসজ্জিত পরিবেশে শিখতে এবং তাদের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিদ্যালয়গুলোতে যোগ্য শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় সব উপাদান রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করেছেন।

এসব স্কুল ভবন উদ্বোধনের ফলে স্থানীয় অনেক মানুষের কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়েছে। ভবন নির্মাণের ফলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, এভাবে তা স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। এ উদ্যোগ এর ফলে শুধু ছাত্রদেরই নয়, সমগ্র সমাজের জন্যও উপকৃত হবে। পরিশেষ বলা যায়, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ জেলায় নতুন স্কুল ভবনের উদ্বোধন দেশের প্রতিটি শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের সরকারের লক্ষ্য অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ উদ্যোগটি শুধু ছাত্রদেরই উপকার করবে না, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নেও অবদান রাখবে। শিক্ষা খাতে প্রধানমন্ত্রীর অটল প্রতিশ্রুতি প্রশংসনীয় এবং আমরা ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও উদ্যোগ দেখতে পাব বলে আশা করছি।

চারঘাট টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সদর, ময়মনসিংহ।

একজন প্রধান প্রকৌশলীর স্বপ্নযাত্রা

ইইডি'র বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার

মানুষ স্বপ্ন দেখে। অনেকেই শুধু এই স্বপ্নের মধ্যেই বিচরণরত থাকে। কিন্তু কেউ কেউ স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে স্বপ্ন পথে যাত্রা করে, স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে। এ স্বপ্ন পথের যাত্রা যদি খুব সাবলীলই হত তবে বেশিরভাগ মানুষই তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে যেত। এ যাত্রা সাবলীল নয় বলেই এই স্বপ্ন সরণিতে পা ফেলার সাহস সবাই দেখায় না। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো পা ফেলতেই হয়, কাউকে না কাউকে সারথী হতেই হয়।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বর্তমান অভিভাবক, প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদারকে নিয়ে বলছি। তিনি এ অধিদপ্তরে যোগদান করেন একজন সহকারী প্রকৌশলী পদে। শুরু থেকেই তিনি একজন সুদক্ষ ও বিচক্ষণ অফিসার হিসাবে সমাদৃত হন। সরকারি বিধি-বিধান বাস্তবায়নের অঙ্গীকার তাঁকে দেশের সম্পদে পরিণত করেছে। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শে বিশ্বাসী একজন মানুষ। এই অধিদপ্তরে যোগদানের পর থেকে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার সরকারের নীতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দেখিয়েছেন এবং সেগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, এই নীতিগুলির আনুগত্য অধিদপ্তরের লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করবে যা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করবে।

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয় তাঁর কাজের নীতি এবং বিস্তারিত মনোযোগে। তিনি প্রধান কার্যালয়ে সুবিন্যস্ত অফিস কাঠামো নিশ্চিত করেছেন, যা সংগঠিত এবং সুস্থ কাজের পরিবেশের দিকে পরিচালিত করেছে। তিনি অযাচিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বদলির অবসান ঘটিয়েছেন এবং অপরাধ ও সংক্ষুব্ধতার ইতি টেনেছেন যা শৃঙ্খলা ও ন্যায্যতার অনুভূতিকে প্রগাঢ় করেছে।

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার প্রধান প্রকৌশলীর পদে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই প্রধান কার্যালয়ে প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয়-সভার আয়োজন করেন। এ মাসিক সমন্বয় সভাতে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বন্টণকৃত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা নেন এবং কোথাও কোনো অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সে ব্যাপারে সকলের মতামত গ্রহণ করে তা সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মাসিক সমন্বয়-সভাতেই উঠে আসে প্রধান কার্যালয়ে স্ট্রাকচারাল ডিজাইনারদের জন্য একটি আলাদা ডিজাইন ইউনিটের প্রয়োজনীয়তা। এ প্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার একটি স্ট্রাকচারাল ডিজাইন কর্নারের শুভ উদ্বোধন করেন। এ ডিজাইন ইউনিটে একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, একজন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং বেশ কয়েকজন সহকারী প্রকৌশলীর জন্য ডেস্ক স্থাপন এবং ডিজাইন কার্যক্রম পরিচালনার বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। এ উদ্যোগ ইইডি'র সাফল্যের অন্যতম একটি মাইলফলক।

প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার নতুন উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করার জন্য একটি প্ল্যানিং সেল গঠন করার পদক্ষেপ নিয়েছেন যা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করবে। নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প তৈরির লক্ষ্যে তিনি চৌকষ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। এ কমিটির সদস্যদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরির কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নিয়ে থাকেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। পাশাপাশি তিনি প্রকৌশলীদের নিরবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

তিনি মাঠ পর্যায়ের সমস্যা সমাধান এবং দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য সারাদেশের বিভিন্ন জেলা নিয়মিত পরিদর্শন করে চলেছেন। প্রধান প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার এর নেতৃত্ব ও দূরদৃষ্টি শুধুমাত্র শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরেই

স্ট্রাকচারাল ডিজাইন কর্নার উদ্বোধনকালে প্রধান প্রকৌশলীকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান।

ইতিবাচক পরিবর্তন আনেনি বরং দেশের শিক্ষা খাতের সার্বিক উন্নয়নে অবদানও রেখেছে। শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সেরাটি বের করার ক্ষমতা তাঁকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে অনন্য করে তুলেছে।

বাংলাদেশ যখন এস ডি জি, ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন দেশের শিক্ষা খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ভূমিকা অপরিহার্য। এ বিষয়ে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার-এর আগ্রহ প্রশংসনীয় এবং অধিদপ্তরের মিশন এবং ভিশন দেশের দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি সদা সচেষ্ট।

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার একজন পরিশ্রমী প্রকৌশলী হিসেবে অধিদপ্তরে সুপরিচিত। প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করার পর থেকে কখনো নতুন প্রকল্প প্রণয়ন নিয়ে কার্যক্রম সম্পাদন করছেন, কখনও উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে বিভিন্ন ডেস্ক পর্যায়ে অথবা জেলা পর্যায়ে সভা করছেন কখনওবা মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন। কর্মকর্তা-কর্মচারী গণকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বা কর্মশালায় দিক নির্দেশনা প্রদান, দাপ্তরিক বা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ তাঁর কাজের নিত্যনৈমিত্তিক অংশ। সামগ্রিক ভাবে, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার এর গতিশীল নেতৃত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা সেক্টর এবং সমগ্রদেশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

কিন্তু পরিশেষে, কিছু প্রশ্নের অবতারণা রয়েই গেল। তিনি কি পারবেন তাঁর স্বপ্নযাত্রার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে? তিনি কি পারবেন ঊষার দুয়ারে আঘাত হেনে রঙিন সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে? তিনি কি পারবেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে?

আমরাও স্বপ্ন দেখি, আশা রাখি। কেননা আশাতেই মানুষ বাঁচে।

প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের সহকারী প্রকৌশলীগণকে মটর সাইকেলের চাবি প্রদান

আইইবি নির্বাচনে ইইডি'র প্রধান প্রকৌশলীসহ ৬ কর্মকর্তার নিরঙ্কুশ বিজয়।

আইইবি এর নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুস সবুরকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন বিপুল ভোটে নির্বাচিত সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার

এ বছর ৯ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের নিয়ে গঠিত মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ২০২৩-২৪ মেয়াদের নির্বাচন। এ নির্বাচনে অসাধারণ সাফল্য বয়ে এনেছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)। ইইডি'র প্রধান প্রকৌশলীসহ মোট ৬ জন কর্মকর্তা এবারের নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। প্রধান প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ মনোনীত সবুর-মঞ্জু প্যানেল থেকে সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার পদের (মোট পদ ২৭টি) বিপরীতে মোট ১৪৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন পদে ইইডি'র মোট ৪ জন কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। তারা হলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব সমীর কুমার রজক দাস, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব খন্দকার নাজমুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইমরান হোসাইন খান এবং সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন। উল্লেখ্য, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের মোট ১৫টি পদের বিপরীতে মোট ৫২ জন প্রার্থী প্রতিযোগিতা করেন। এছাড়া, লোকাল কাউন্সিল মেম্বার পদে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মুজাহিদুল ইসলাম আলিফ জয়লাভ করেন। এই অসাধারণ এবং অভূতপূর্ব বিজয়ে নির্বাচিতদের অভিনন্দন জানান শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ।

অবসরে গেলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আ. ট. ম. মারুফ আল ফারুকী

প্রকৌশলী জনাব আ. ট. ম. মারুফ আল ফারুকী গত ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। ইইডি'র বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে তাঁর উপলব্ধি হচ্ছে ইহকালের জীবন অনেক সংক্ষিপ্ত এবং পরকালের জীবনকে সামনে রেখেই ইহকালে একনিষ্ঠতা ও সততার সাথে কাজ করে যেতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আ. ট. ম মারুফ আল ফারুকীর বিদায় অনুষ্ঠান ইইডি'র প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন ইইডি'র বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিজেদের অনুভূতি ব্যাক্ত করেন।

বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী ক্রেষ্ট প্রদান করছেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আ.ট.ম. মারুফ আল ফারুকীকে

এ সময় বিদায়ী প্রকৌশলী তাঁর কর্মজীবন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে অতিবাহিত করতে পারায় তা সৌভাগ্য হিসেবে চিহ্নিত করেন সেই সঙ্গে বাংলাদেশের শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হতে পারায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিদায় সংবর্ধনায় বক্তারা অবসর গ্রহণকারী সহকর্মীর কর্মময় জীবনের নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সততা ও সহযোগিতার প্রশংসা করে তার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে নিয়োগ লাভ করলেন নবীন উপসহকারী প্রকৌশলীগণ

গত ১২ মার্চ, ২০২৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি জমকালো ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছিল। সদ্য যোগদানকারী ১৭ জন উপসহকারী প্রকৌশলীকে স্বাগত জানানোর নিমিত্ত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার।

নতুন উপ-সহকারী প্রকৌশলীদেরকে নিয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান প্রকৌশলী

এ অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সদ্য যোগদানকারী উপসহকারী প্রকৌশলীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামটির লক্ষ্য ছিল নতুন নিয়োগ প্রাপ্তদের অধিদপ্তরের নীতি, পদ্ধতি এবং সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করা। প্রোগ্রামটি নতুন যোগদানকারী উপসহকারী প্রকৌশলীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে পরিচিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

প্রধান প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার তাঁর বক্তব্যে অধিদপ্তরের লক্ষ্য অর্জনে টিমওয়ার্ক ও যোগাযোগের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের কাজে সক্রিয় হতে এবং সাধুতা ও সততার সাথে দায়িত্ব সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করেন।

উল্লেখ্য, বর্তমান প্রধান প্রকৌশলীর সময়ে গত ১ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে ১৮২ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ লাভ করেন।

প্রোগ্রামটি একটি প্রতিক্রিয়া সেশনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। যেখানে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলো ভাগ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। প্রধান প্রকৌশলী নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে তাদের কর্মজীবনে সাফল্য কামনা করেন।

দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নতুন ভবন উদ্বোধন।

গত মার্চ মাসে দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন স্কুল ভবন উদ্বোধন করা হয়। গত ১৯ মার্চ, ২০২৩ মেহেরপুর জেলার কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ফজিলাতুন্নেসা একাডেমির শুভ উদ্বোধন করেন জনাব ফরহাদ হোসেন, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এ অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে মেহেরপুর জেলায় ইইডি নির্মিত নতুন ভবন উদ্বোধন

নতুন স্কুল ভবনগুলো দেশে শিক্ষার প্রবেশাধিকার উন্নত করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির অংশ। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দ্বারা নির্মিত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সজ্জিত ভবনগুলো শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতা বাড়ানোর সাথে সাথে সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে চলেছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানের সময়, জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, দেশে শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন 'শিক্ষা আমাদের জাতির মেরুদণ্ড এবং আমাদের শিশুদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে আমাদের অবশ্যই এতে বিনিয়োগ করতে হবে।'

গত ০২ মার্চ, ২০২৩ নাটোর জেলার সদর উপজেলার শেরে-ই-বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যমান ১ তলা একাডেমিক ভবনের উপর সম্প্রসারিত ২য় ও ৩য় তলার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন সম্মানিত সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম শিমুল এমপি (নাটোর-২)।

গত ০২ মার্চ, ২০২৩ নাটোর জেলার বাগাতি পাড়া উপজেলার তমালতলা আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ৪ তলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন সম্মানিত সংসদ সদস্য জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম (বকুল) এমপি (নাটোর-১)। উভয় অনুষ্ঠানেই বিভিন্ন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী এবং শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, গত ১৬ মার্চ, ২০২৩ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, জয়পুরহাটের তত্ত্বাবধানে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার দাদরা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ৪ তলা ভিতবিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব অ্যাডভোকেট সামছুল আলম দুদু এমপি, জয়পুরহাট জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ নুরে আলম, জয়পুরহাট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব অধ্যক্ষ খাজা সামছুল আলম, জয়পুরহাট সদর উপজেলার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ আরাফাত হোসেন, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী, স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী, স্থানীয় নেতা-কর্মীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি, জেলা পুলিশ সুপার এবং সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং বক্তব্যে তাঁরা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজের ভূয়সি প্রশংসা করেন।

নতুন বিদ্যালয় ভবনগুলোর দ্বারা মেহেরপুর, নাটোর ও জয়পুরহাট জেলার শত শত শিক্ষার্থী উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং শ্রেণীকক্ষগুলো শিক্ষার আরও অনুকূল পরিবেশ প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরও ভালভাবে সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করবে।

জয়পুরহাট জেলায় ইইডি নির্মিত নতুন ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

নওগাঁ জেলায় ইইডি নির্মিত নতুন ভবন উদ্বোধন ও দোয়া

নতুন স্কুল ভবনের উদ্বোধন বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে সরকারের অঙ্গীকারের প্রমাণ। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এ প্রচেষ্টার একটি অংশ হতে পেরে গর্বিত এবং দেশের শিক্ষার অবকাঠামো উন্নত করার জন্য কাজ করে যাবে।

দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রধান প্রকৌশলীর সফর এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জেলা সফর করেন। এ সফরে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, নতুন ভবন নির্মাণ ও মেরামত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার কবর জিয়ারত

২০২৩ সালের ২ মার্চ তিনি রংপুর জেলা পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান করেন। তিনি পরমাণু বিজ্ঞানী ও প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রয়াত স্বামী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং বরেণ্য এ শিক্ষাবিদের কবর জিয়ারত করেন। এরপরে তিনি কারমাইকেল কলেজ, রংপুর টিএসসি, পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন এবং নির্মাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ইইডি শক্তিশালী করণ শীর্ষক

প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলা কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন। এ সকল কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ তারেক আনোয়ার জাহেদী, নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সহ সহকারী ও উপসহকারী প্রকৌশলী গণ। সবশেষে রংপুর সার্কেলের আওতায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ইইডি অফিস ভবন, রংপুর উদ্বোধনকালে গৃহীত স্থিরচিত্র

রংপুর জেলায় নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শনে প্রধান প্রকৌশলী

২০২৩ সালের ৬ মার্চ ফেনী জেলায় সফরকালে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার একটি নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সেখানে ফেনী-২ আসনের সংসদ সদস্য জনাব নিজামউদ্দিন হাজারী এমপি নবনির্মিত ভবনের ফলক উন্মোচন করেন। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর তিনি ফেনী জেলার চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সবশেষে তিনি ফেনী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, উক্ত সফরে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব সমীর কুমার রজক দাস।

মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল, খুলনায় প্রধান প্রকৌশলীকে সম্মাননা প্রদান

২০২৩ সালের ১০ মার্চ (শুক্রবার) প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার খুলনা সফররত অবস্থায় মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা আলীয়া মাদ্রাসা ও বিএল কলেজে উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন শেষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরদিন ১১ই মার্চ ডুমুরিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, টিপনা মাদ্রাসা, পল্লীশ্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সোনাডাঙ্গায় অবস্থিত কলেজিয়েট হাইস্কুলের একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন শেষে খুলনা সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মো: রেজাউল ইসলাম এবং খুলনা সার্কেলের আওতাধীন ১০ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের সকল প্রকৌশলী ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়-সভায় উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রধান প্রকৌশলী নির্মাণ কাজ সময়মতো শেষ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সকল প্রকল্পে সর্বোচ্চ মানের মান বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর এই সফরকে স্থানীয় জনগণ ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে অভিহিত করেছে। খুলনা জেলার মানুষ আশা করছে, এ সফর চলমান নির্মাণ-কাজ ত্বরান্বিত করবে এবং এ অঞ্চলের শিক্ষার মান উন্নয়ন করবে।

অবশেষে, ২০২৩ সালের ২৪ মার্চ প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার শেরপুর জেলা সফর করেন যেখানে তিনি উক্ত জেলার বিভিন্ন নির্মাণাধীন কাজ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ পরিদর্শনে তিনি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাথে দেখা করেন এবং তাদেরকে মান সম্মত শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেন যার দ্বারা তারা দেশ মাতৃকার সেবায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। এ সকল কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আফরোজা বেগম, নির্বাহী প্রকৌশলীগণসহ সহকারী ও উপসহকারী প্রকৌশলীগণ।

সামগ্রিকভাবে প্রধান প্রকৌশলীর বিভিন্ন জেলায় সফর বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার তুলে ধরে।

শেরপুর জেলায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করছেন প্রধান প্রকৌশলী, ইইডি।

ফেনী-২ আসনের সংসদ সদস্য জনাব নিজামউদ্দিন হাজারী এমপি এর সাথে নবনির্মিত ভবনের ফলক উন্মোচন করেন প্রধান প্রকৌশলী, ইইডি।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) দীর্ঘদিন ধরে সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর গত বছর থেকে নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তা (সহকারী প্রকৌশলীগণ) দের BPATC-এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা শুরু করেছে এবং ৩টি ব্যাচ ইতিমধ্যেই অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। নিঃসন্দেহে এটি ইইডি'র নবীন কর্মকর্তাদের মানোন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রথম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এর উদ্বোধন কালে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; রেক্টর (বিপিএটিসি) এবং তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী এর সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে বিশেষজ্ঞ। কেন্দ্রটি ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠ সাভারে অবস্থিত। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন এবং রূপকল্প ২০৪১ ও বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রয়াসে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রটি এর উচ্চ মানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য পরিচিত এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের এই প্রোগ্রামটি নতুন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব কার্যকরভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রোগ্রামটিতে যোগাযোগ দক্ষতা, নেতৃত্ব, নীতিশাস্ত্র এবং ব্যবস্থাপনাসহ বিস্তৃত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রোগ্রামটি অংশগ্রহণকারীদের সরকারের নীতি, কর্মসূচি এবং উদ্যোগের একটি ওভারভিউ প্রদান করে।

বাংলাদেশে শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি তার কর্মীদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ প্রদানের গুরুত্ব স্বীকার করে। এ কারণেই ইইডি নতুন কর্মীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য BPATC-তে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইইডি বিশ্বাস করে যে বিপিএটিসি কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ

দ্বিতীয় বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এর উদ্বোধন কালে রেক্টর (বিপিএটিসি) এবং তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী এর সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণ

তৃতীয় বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এর উদ্বোধন কালে মাননীয় উপ-মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; রেক্টর (বিপিএটিসি) এবং বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী এর সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণ

কর্মকর্তাদের কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। প্রত্যেক ব্যাচ থেকেই প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট অফ এক্সিলেন্স প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে যোগদানকৃত সহকারী প্রকৌশলীগণ প্রথম দুটি ট্রেনিং প্রোগ্রামে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এরপরে, ২০২২ সালে যোগদানকৃত নবীন সহকারী প্রকৌশলীগণের মধ্যে থেকে ২৯ জন কর্মকর্তা তৃতীয় ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নবীন কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান এক নতুন আশার হাতছানি দেয়। যার মাধ্যমে এই অধিদপ্তর আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ -এর মাধ্যমে যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও শান্তিময় বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে '২০৩০ এজেন্ডা' এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্বশান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) জাতিসংঘের রিও ডি জেনিরোতে টেকসই বিকাশের সম্মেলনে ২০১২ সালে জন্মগ্রহণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী জরুরি পরিবেশ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি সার্বজনীন লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করা যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs) প্রতিস্থাপন করবে।

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে। যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ও অসমতা হ্রাসের গুরু দায়িত্ব পালন করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজ এগিয়ে নেওয়া যাবে। আর এসব কর্মকাণ্ডের মূলমন্ত্র হবে 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind)' নীতি অনুসরণ। SDGs -এর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত। এতে মোট ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনগুলোর সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির ভিশন, মিশন এবং কার্যক্রমের পুরোটাই এসডিজির বেশ কয়েকটি অভীষ্টকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

প্রত্যক্ষভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে যে সকল অভীষ্টসমূহ:

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অন্যতম কার্যক্রম হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ মেরামত ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা। এসব ভবনসমূহ সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে শিশু প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি বিবেচনা করে ছেলে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা করে ব্যবহার উপযোগী ওয়াশরুম নির্মাণ করে এবং প্রত্যেকটি নতুন ভবনের সাথে শিশু প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প এবং আলাদা বিশেষ ওয়াশরুম নির্মাণ করে। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠানটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সংবলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন করে যাচ্ছে যা এসডিজির অভীষ্ট নম্বর ৪ পূরণে প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে এর পরিকল্পনা ডিজাইনিং পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন কাজের পুরোটাই বাস্তবায়ন করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। ভবনগুলো যাতে অভিঘাত সহনশীল হয় এর জন্য ডিপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে Disaster Impact Assessment (DIA) করা হয় এবং ভবনসমূহের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ও কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে BNBC ২০২০ কোড অনুসরণ করা হয় যাতে করে ভবনসমূহ ভূমিকম্প সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনশীল হয়।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশের বিভিন্ন উপকূলবর্তী অঞ্চলে এমন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিল্ডিং ডিজাইন এবং কনস্ট্রাকশন করছে যা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাইক্লোন শেলটার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া, বিভিন্ন ভবনের নির্মাণের সাথে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্ল্যান্ট, সোলার প্যানেল, এলইডি লাইট, প্রাকৃতিক আলো বাতাস প্রবেশের যথাযথ ব্যবস্থা, যথাযথ ভবন নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার- এসবই গ্রীন বিল্ডিং টেকনোলজির অনুসঙ্গ। এসব কার্যক্রমে এসডিজির অভিষ্ট নং ৯ -এর অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে।

পরোক্ষভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে যে সকল অভীষ্টসমূহ:

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের রূপকল্পই হলো দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ। এসব অবকাঠামো নির্মাণের ফলে দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে। আর দরিদ্র ও অরক্ষিত (সংকটাপণ্য) জনগোষ্ঠী দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হলে দারিদ্র্য অবসানে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা এসডিজির অভীষ্ট নম্বর ১ (সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান) পূরণে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলে শিক্ষিত জাতি মাতৃ মৃত্যু ঝুঁকি, নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকি, বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংমক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন হবে যে সচেতনতা সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি উদ্দেশ্য পূরণে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। এ কার্যক্রম এসডিজির অভীষ্ট নম্বর ৩ (সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ) পূরণে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

এদেশে সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনেকটাই নির্ভর করে দেশের শিক্ষার হার ও এর মানের উপর। বর্তমান সরকার দেশে কারিগরি শিক্ষার উপর জোর প্রদান করায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশব্যাপী বিভিন্ন টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্মাণ করে যাচ্ছে। ফলে, দেশে গড়ে উঠছে দক্ষ জনশক্তি। আর এ দক্ষতার ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও মাত্রা যোগ করছে। এটি এসডিজির অভীষ্ট নম্বর ৮ (সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসূচক সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন) পূরণে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

সর্বোপরি বলা যায়, এসডিজি অর্জনে আমাদের হাতে সময় রয়েছে এক দশকেরও কম। তবে লক্ষ্য অর্জনে আমরা বদ্ধপরিকর। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে আপন গতিতে অত্যন্ত সফলতার সাথে। যখন দেশের অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাও নিজেদের উদ্দেশ্যের সাথে এসডিজি বাস্তবায়নের মেলবন্ধন তৈরি করতে পারবে তখন এমডিজিতে যে সাফল্য বাংলাদেশে এসেছিল এমন সাফল্যের মুখ আমরা আবারও দেখতে পাবো।

উপকূলবর্তী অঞ্চলে নির্মিত স্কুল যা সাইক্লোন শেলটার হিসেবেও ব্যবহৃত

সোলার প্যানেল সংবলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প সংবলিত আধুনিক টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ

টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের বারান্দা প্রাঙ্গন

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশের শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর একটি প্রতিষ্ঠান। অধিদপ্তরটি এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নির্দেশনা পালন করে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন পরিসরে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।

এ অধিদপ্তর গত জানুয়ারি হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বেশকিছু প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাদের প্রেরণ করেছে এবং সাথে সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতাধীন বিভিন্ন ইনহাউজ প্রশিক্ষনেরও ব্যবস্থা করেছে। এই ৩ মাসে মোট ১৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ প্রশিক্ষনসমূহে অংশ নেন।

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গুলোর মধ্যে "অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RMS) বিষয়ক প্রশিক্ষণ"এ ২ জন কর্মকর্তা, "ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ" এ ২ জন কর্মকর্তা, "ডি নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ" এ ৩ জন কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের "অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা" তে ২জন কর্মকর্তা, "Smart Office in Alignment with Smart Bangladesh বিষয়ক প্রশিক্ষণ"এ ২ জন কর্মকর্তা এবং "Public Financial Management: Concepts, Rules and Procedures বিষয়ক প্রশিক্ষণ"এ ২ জন কর্মকর্তা সহ মোট ১৩ জন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণসমূহ গ্রহণ করেন।

এছাড়াও বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতাধীন ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন সংশ্লিষ্ট "৪র্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা"র ১ম ব্যাচে ২০ জন ও ২য় ব্যাচে ২০ জন, "অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ" এ ২০ জন,"জাতীয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ" এ ৪৫ জন, "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা

বিভিন্ন ইনহাউজ প্রশিক্ষণ চলাকালে গৃহীত স্থিরচিত্র

স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ" এ ২০ জন ও অন্যান্য বিষয় যেমন নব নিয়োগপ্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলী গনের ২ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশনে ১৭ জন সহ মোট ১৪২ জন কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে ইন হাউজ প্রশিক্ষণ সহ সর্বমোট ১৫৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে চলেছে। এর মাধ্যমে অধিদপ্তরটি কেবল নিজস্ব দক্ষতাই উন্নত করছে না বরং বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

বিভিন্ন জেলায় প্রকল্প পরিচালকগণের সরজমিনে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সারা বাংলাদেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের বিভিন্ন জেলায় নির্মিতব্য ও নবনির্মিত ভবনের উন্নয়ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করাও এ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সম্প্রতি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের চলমান বেশ কিছু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণ পাবনা, কুড়িগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, মাগুরা এবং অন্যান্য জেলায় গমন করেছেন এবং এসব উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

প্রকল্প পরিচালকগণ পরিদর্শনের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজসমুহের গুণমান মান মূল্যায়ন করে থাকেন এবং অগ্রগতিতে বাধা হতে পারে এমন যেকোনো চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে সেসব অতিক্রম করার জন্য সমাধানের প্রস্তাব দিয়ে থাকেন।

এই পরিদর্শনের সময় ফোকাসের মূল ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি হল স্কুল ভবনগুলির নিরাপত্তা এবং গুণগত মান। প্রকল্প পরিচালকগণ নিবিড়ভাবে ব্যবহার করা উপকরণ, নির্মাণ পদ্ধতি এবং ভবনগুলির সামগ্রিক কাঠামোগত অখণ্ডতা পরীক্ষা করেন।

তারা নিশ্চিত করেন যে ভবনগুলি সকল নিরাপত্তা বিধি ও মান মেনে নির্মাণ করা হচ্ছে কিনা এবং ভূমিকম্প বা ঝড়ের মতো সম্ভাব্য বিপদসমূহ সহ্য করতে সক্ষম কিনা।

ফোকাসের আরেকটি ক্ষেত্র হল প্রকল্পসমূহ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা। প্রকল্প পরিচালকগণ সংশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদারদের সাথে নিয়ে কাজ করেন এটা নিশ্চিত করার জন্য যে নির্মাণ কাজ সময় সূচী অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে এবং যেকোনও বিলম্ব বা বাধাগুলি দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে। তারা নিশ্চিত করেন যে, প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা এবং কাজটি সাশ্রয়ী ভাবে করা হচ্ছে কিনা।

সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ কামাল হোসেন গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে "২৩ টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণকৃত স্থান পরিদর্শন করেন। এরপরে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে একই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জনাব সামসুর রহমান খান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য মাদারীপুর জেলায় অধিগ্রহণকৃত স্থান পরিদর্শন করেন।

পরবর্তীতে ২৫ মার্চ, ২০২৩ তারিখে "উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (দ্বিতীয় পর্যায়)" প্রকল্প এর প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এ, ওয়াই, এম, জিয়াউদ্দীন আল-মামুন মাদারীপুর জেলায় টিএসসি স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমি পরিদর্শন করেন। এর আগে তিনি ১৭/০৩/ ২০২৩ তারিখে, একই প্রকল্পের আওতায় টিএসসি স্থাপনের জন্য পাবনা জেলার আটঘরিয়া, চাটমোহর, ভাংগুরা ও ফরিদপুর উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে প্রস্তাবিত জায়গা পরিদর্শন করেন।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের "নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন" (১৮০০ টি মাদ্রাসা) প্রকল্পের আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত সৈয়দপুর আলামীন দাখিল মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন বেগম শাহনওয়াজ দিলরুবা খান, যুগ্মসচিব (মাদ্রাসা), জনাব হাছিনা আক্তার, উপসচিব (মাদ্রাসা-১) এবং অধ্যাপক জনাব মোঃ নুরুজ্জামান মল্লিক, উপ-প্রকল্প পরিচালক। পরবর্তীতে ১০ মার্চ, ২০২৩ তারিখে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর মহাপরিচালক জনাব মুঃ শুকুর আলী "নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

গত ০৮/০২/২০১৩০ তারিখে "১০০ টি উপজেলা একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন আহম্মদ ঐ প্রকল্পের আওতায় মাগুরা জেলাস্থ শালিখা উপজেলাধীন নির্মাণাধীন শালিখা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর শিক্ষা কার্যক্রম এবং পূর্ত ও নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

গত ২১/০৩/২০২৩ তারিখে "২৩ টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলায় প্রস্তাবিত জমি সরজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসার শিক্ষা বিভাগ) জনাব সামসুর রহমান খান।

"সরকারি কলেজ সমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর ড. খন্দকার মুজাহিদুল হক গত ১৩/০১/২০২৩ ও ১৪/০১/২০২৩ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর ও সদর উপজেলাধীন

মাদারীপুর জেলায় সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ কামাল হোসেন

পাবনা জেলায় প্রকল্প পরিচালক জনাব এ, ওয়াই, এম, জিয়াউদ্দীন আল-মামুন

উলিপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ও কুড়িগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ এর একাডেমিক ভবন ও হোস্টেলের নির্মাণ কাজ ও অগ্রগতি পরিদর্শন করেন এবং গত ২০/০১/২০২৩ তারিখে তিনি ভোলা জেলার চরফ্যাশন সরকারি কলেজ এর একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ ও অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে গত ১১/০২/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: মাহবুবুল ইসলাম "৬৪ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ভোলা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

সামগ্রিকভাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহের ভবন উন্নয়ন কাজগুলো পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালকদের পরিদর্শন নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে।

মুন্সিগঞ্জ জেলায় যুগ্মসচিব জনাব বেগম শাহনওয়াজ দিলরুবা খান

কুড়িগ্রাম জেলায় প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর ড. খন্দকার মুজাহিদুল হক

মাগুরা জেলায় প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব মো: সালাহউদ্দীন আহাম্মদ

গাজীপুর জেলায় প্রকল্প পরিচালক ও (যুগ্ম সচিব) জনাব সামসুর রহমান খান

জনাব মোঃ ইউনুস আলী, উপপরিচালক (অর্থ) এর বিদায় সংবর্ধনা

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে জনাব মোঃ ইউনুস আলী উপপরিচালক (অর্থ) এর অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইইডি প্রধান কার্যালয়ে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার। এই অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী সহ উপস্থিত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং সকলেই তাঁর অবসর উত্তর জীবনে সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে জনাব ইউনুস আলীকে ক্রেস্ট ও বিভিন্ন উপহার প্রদান করা হয়।

জনাব মোঃ ইউনুস আলী, উপপরিচালক (অর্থ) এর বিদায় সংবর্ধনা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০২৩' উদ্‌যাপন

'পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০২৩' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সন্মানিত উপস্থিতিগণ

'পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০২৩' এ শিক্ষার্থীদের হাতে পুস্তক বিতরণ করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব ও সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় গত ১ জানুয়ারি, ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০২৩। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় কাপাসিয়া উপজেলার কাপাসিয়া পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি মহৎ উদ্যোগ। অনুষ্ঠানটি সুসংগঠিত ছিল এবং অনুষ্ঠান সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, ডা. দিপু মনি, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গাজীপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য সিমিন হোসেন রিমি, জনাব মোঃ কামাল হোসেন, সিনিয়র সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, অধ্যাপক নেহাল আহমেদ, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা প্রশাসক জনাব আনিসুর রহমান, কাজী শফিকুল আলম (বিপিএম সেবা), পুলিশ সুপার, গাজীপুর। তাদের উপস্থিতি উক্ত কর্মসূচিতে আরও তাৎপর্য যোগ করেছে এবং বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেছে।

প্রোগ্রামটি একটি নির্দিষ্ট স্কুল বা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সারা দেশের সকল জেলার সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করতে স্বাগত জানানো হয়েছিল। স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলায় এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

বই বিতরণ শিক্ষার্থীদের পড়তে আরও উৎসাহিত করবে যা তাদের একাডেমিক পারফরম্যান্স উন্নত করতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া, এটি তাদের চিন্তার দক্ষতা বিকাশে, তাদের সৃজনশীলতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করবে।

অমর একুশে উদ্‌যাপনে ইইডি

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করেছে, অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার এবং ভাবগাম্ভীর্যের সাথে। এই দিনটি বাঙালি জনগণের জন্য অপরিসীম তাৎপর্য বহন করে। কারণ, এটি ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে, যারা বাংলা ভাষা রক্ষায় তাদের জীবন উৎসর্গ করে। ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে উন্নীত করার জন্য দিনটিকে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও পালন করা হয়।

ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে দিনটি শুরু করেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার-এর নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। বিভিন্ন সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শহীদ মিনারটি ভাষার অধিকার ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে। স্মৃতিস্তম্ভে ফুল অর্পণ বাংলা ভাষার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গকারী সাহসী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি ঐতিহ্যবাহী উপায়।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উদ্‌যাপন বাংলাদেশের গভীর সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয়ের প্রমাণ। এটি আমাদের সকলের জন্য একটি অনুস্মারক যে, অবশ্যই আমাদের ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে হবে এবং লালন করতে হবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচারের জন্য কাজ করতে হবে। দিনটি তরুণ প্রজন্মের জন্য তাদের নির্বাচিত ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সংগ্রাম করতে এবং দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান প্রকৌশলীসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক মহান ভাষা দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মিত ভাষা গ্যালারি উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা

ইইডি নির্মিত ভাষা গ্যালারি উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে আছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. দিপু মনি এবং মাননীয় উপ-মন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত একটি নতুন ভাষা গ্যালারি উদ্বোধন করেন।

ভাষা গ্যালারি হল একটি অত্যাধুনিক সুবিধা, যা বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐতিহ্যের পাশাপাশি সারাবিশ্বে কথ্য ভাষার বিভিন্ন পরিসরকে প্রদর্শন করে। এটি দর্শকদের মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য এবং বহুভাষিকতার মূল্যকে উন্নীত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

গ্যালারিতে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারেক্টিভ প্রদর্শনী এবং মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা রয়েছে, যা বিভিন্ন ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের পরিচয় ও সংস্কৃতি গঠনে তাদের ভূমিকা তুলে ধরে। এটিতে দুর্লভ বই এবং পান্ডুলিপির সংগ্রহের পাশাপাশি মৌখিক ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন ভাষায় লোককাহিনীর অডিও এবং ভিডিও রেকর্ডিংও রয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ২০১০ সালে বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষার ব্যবহার ও বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার লক্ষ্য হলো এমন একটি বিশ্ব তৈরি করা যেখানে সকল ভাষা মূল্যায়িত এবং সম্মানিত হয়।

ভাষা গ্যালারি এই লক্ষ্য অর্জনের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ, এটি আমাদের বিশ্বে বিদ্যমান বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার এবং আদান-প্রদান করার জন্য একটি স্থান প্রদান করে। বহুভাষিকতার প্রচারের মাধ্যমে গ্যালারিটি বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং জীবনধারার জন্য বৃহত্তর বোঝাপড়া এবং উপলব্ধি বাড়াতে সাহায্য করে যা একটি আরও শান্তিপূর্ণ এবং সুরেলা বিশ্ব সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভাষা গ্যালারির উদ্বোধন মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও প্রসারে সরকারের অঙ্গীকারের প্রমাণ।

উপসংহারে, ভাষা গ্যালারি নির্মাণ একটি যুগোপযোগী কৃতিত্ব, যা বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষার প্রচার ও সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। এটি ভাষাগত বৈচিত্র্যের গুরুত্ব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটিকে রক্ষা ও প্রচার করার প্রয়োজনীয়তার অনুস্মারক হিসেবে কাজ করে। এটা আশা করা যায় যে, ভাষা গ্যালারি জনগণকে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে আরও জানতে এবং বহুভাষিকতা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করে এমন উদ্যোগকে সমর্থন করতে অনুপ্রাণিত করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা-সভা

দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জেলাগুলোতে (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ে একটি সভা আয়োজন করা হয় গত ২১ মার্চ, ২০২৩। সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার। এ সভায় তিনটি পার্বত্য জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন জনাব বিজক চাকমা (রাঙ্গামাটি জেলা), জনাব মৃদুময় চাকমা (বান্দরবান জেলা) এবং জনাব প্রিসলি চাকমা (খাগড়াছড়ি জেলা)। এছাড়া ৩টি পার্বত্য অঞ্চলের ৫ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং ৩ জন হিসাব রক্ষক কর্মকর্তাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান প্রকৌশলী উক্ত কর্মকর্তাদের জেলাগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার তাগাদা প্রদান করেন এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাটির ব্যাপ্তি ছিল সকাল দশটা থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত।

উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনাকালীন সময়ে গৃহিত স্থিরচিত্র

মার্চ মাসব্যাপী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন

মার্চ মাস বাঙালি জাতির জীবনে একটি ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। এ মাসেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির ক্রান্তিকালে এক ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন এবং এ মাসেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন

'ঐতিহাসিক ০৭ই মার্চ দিবস' ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার এবং তাঁর নেতৃত্বে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ কামাল হোসেন, সিনিয়র সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জনাব সোলেমান খান, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং অধ্যাপক নেহাল আহমেদ, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর উপস্থিত হন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

২০২৩ সালের ১৭ মার্চ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে-এঁর জন্মদিনের পাশাপাশি জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করেছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে এ অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং কেক কাটাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধান প্রকৌশলী জনাম মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার এঁর নেতৃত্বে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করেন। উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য ছিল, দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেমের বোধ জাগ্রত করা।

ফুল নিবেদন ও কেক কাটার অনুষ্ঠান ছাড়াও অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ছিল, দেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে এঁর অবদানের গুরুত্ব এবং জাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে শিশুদের ভূমিকা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ করতে তাদের উৎসাহিত করা।

সামগ্রিকভাবে, উদ্‌যাপনটি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি, যিনি বাংলাদেশের ইতিহাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতার উত্তরাধিকার সংরক্ষণ এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি ভালোবাসার মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে সন্মাননা জানান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী; সিনিয়র সচিব, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ; মহাপরিচালক, মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগ; মহাপরিচালক, কারীগরি শিক্ষা অধিদপ্তর; অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগ; প্রধান প্রকৌশলী, ইইডি ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

জাতির পিতার ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রাঙ্গনে জাতির পিতার প্রতিকৃতি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে প্রধান প্রকৌশলীর সাথে ইইডি'র সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে সিনিয়র সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এর সাথে ইইডি'র প্রধান প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

ইইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর সাথে ইইডিইএ এর সদস্যগণ পুষ্প স্তবক অর্পণ করছেন জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে

ইইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর সাথে ইইডি ডিপ্লোমা প্রকৌশল সমিতি এর সদস্যগণ পুষ্প স্তবক অর্পণ করছেন জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে

ইইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর সাথে ইইডি কর্মচারী সমিতি এর সদস্যগণ পুষ্প স্তবক অর্পণ করছেন জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে

ইইডি বুলেটিন জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩